লেকচার ৪

- ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি ও সনদ
- স্নায়ুযুদ্ধ
- আলোচিত বিপ্লব
- গেরিলা সংস্থা

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ

যুদ্ধ	পরীক্ষা উপযোগী তথ্য
ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ (১০৯৫-১২৯১)	ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলতে জেরুজালেম এবং কন্সটান্টিনোপল এর অধিকার নেয়ার জন্য খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে বোঝায়। প্রথম ক্রুসেড পরিচালনাকারী খ্রিস্টান নেতা ছিলেন রেয়মন্ড,গডফ্রে, হগ, এবং বহেমন্ড এবং মুসলিম নেতা ছিলেন ইফতিখার আদ্দৌলা, কিলিজ আরসালান প্রমুখ। উল্লেখ্য, ক্রুসেড পরিচালনাকারী অন্যতম মুসলিম নেতা ছিলেন গাজী সালাউদ্দিন। তিনি ফ্রাংকদের সাথে ১১৮৭ সালের হিত্তিনের যুদ্ধে জয়লাভ করে জেরুজালেম দখল করে নেন।
তৃরাইনের যুদ্ধ (১১৯১-১১৯২)	তৃরাইনের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে। এ যুদ্ধে বিবাদমান ২টি পক্ষ পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং মুহম্মদ ঘুরী। প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন মুহাম্মদ ঘুরী।
শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩০৮-১৪৫৩)	১৩৩৮-১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড অবৈধভাবে ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করলে এ যুদ্ধ শুরু হয়। ১৪৫৩ সালে জোয়ান অব আর্কের বীরত্বের মাধ্যমে ফ্রান্সের জয় হলে শতবর্ষব্যাপী এ যুদ্ধের অবসান ঘটে।
পানিপথের যুদ্ধ (১৫২৬, ১৫৫৬, ১৭৬১)	■ **পানিপথের প্রথম যুদ্ধঃ** ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে প্রথমবারের মতো কামান ব্যবহার করা হয়। বাবর জয়লাভ করেন। ■ **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধঃ** ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁ ও হিমুর মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বৈরাম খাঁ জয়লাভ করেন। ■ **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঃ** ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আহমেদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আহমেদ শাহ আবদালি জয়লাভ করেন।
পলাশী যুদ্ধ (১৭৫৭)	ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে সাহায্যকারী ফরাসি সেনাপতির নাম- সিন ফ্রে (Sin Frey)। এ যুদ্ধের ফলে ভারতেব্রিটিশ রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হয়।
বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)	২২ অক্টোবর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করেন লর্ড ক্লাইভ এবং পরাজিত হন মীর কাসিম।
ট্রাফালগার যুদ্ধ (১৮০৫)	ব্রিটেন বনাম ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে ১৯০৫ সালে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিজয়ী দেশ ব্রিটেন। উলেøখ্য, ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনে অবস্থিত।
ওয়াটারলু যুদ্ধ (১৮১৫)	১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে 'ওয়াটারলু' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটার লু বেলজিয়ামে অবস্থিত। এ যুদ্ধে জয়ী হন মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন (ব্রিটেন)। এ যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে নেতৃত্বাধীন নেপোলিয়ন পরাজিত হন এবং তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়, সেখানে তার মৃত্যু হয় (সেন্ট হেলেনা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের একটি আগ্নেয়গিরি দ্বীপ)।
প্রথম আফিম যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)	প্রথম আফিম যুদ্ধ ছিল ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত চীনের ওপর বৃটেনের পরিচালিত এক আগ্রাসী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে চীন পরাজিত হয় এবং ১৮৪২ সালে 'নানকিং চুক্তি' স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশদের হাতে হংকংয়ের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয় চীন। ১ জুলাই ১৯৯৭ সালে হংকংয়ে চীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হংকং ও চীনের মধ্যে 'একদেশ দুই নীতি' চালু থাকবে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত।
দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ (১৮৫৬-১৮৬০)	চীনের সাথে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটে।
কোরিয়া যুদ্ধ (১৯৫০-১৯৫৩)	১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই পীত সাগর যা Yellow Sea নিয়ে দুই কোরিয়ার মধ্যে বিরোধ লেগে থাকে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দুই কোরিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। জাতিসংঘের 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব (The Uniting for Peace Resolution) এর মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সমাপ্তি হয় এবং ৩৮° অক্ষরেখা বরাবর দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া বিভক্ত হয়।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৯-১৯৭৫)	১৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংঘটিত একটি দীর্ঘমেয়াদী সামরিক সংঘাত। ১৯৭৩ সালের প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয় এবং ১৯৭৮ সালে দুই ভিয়েতনাম পুনরায় একত্রিত হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- রিচার্ড নিক্সন।
ফকল্যান্ড যুদ্ধ (১৯৮২)	১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করলে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ব্রিটেন বিজয়ী হয়। যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লৌহ মানবী মার্গারেট থ্যাচার। উল্লেখ্য, 'ফকল্যান্ড দ্বীপ' আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

ডবষয়	তথ্য
সময়কাল	২৮ জুলাই ১৯১৪ ১১ নভেম্বর ১৯১৮
প্রেক্ষাপট	২৮ জুন ১৯১৪ অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে এক সার্বীয় গুপ্তঘাতকের গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এ হত্যাকান্ডর জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দুই দেশের মিত্র রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে।
পক্ষদ্বয়	■ **মিত্রশক্তিঃ** সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি এবং যুক্তরাষ্ট্র। ■ **অক্ষশক্তিঃ** অস্ট্রিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি এবং বুলগেরিয়া।
নেতা	■ **মিত্রবাহিনীঃ** পঞ্চম জর্জ (ব্রিটেনের রাজা); হেনরি আসকুইথ (ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী): রেইমন্ড পয়েনকেয়ার (ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট) ও দ্বিতীয়

	নিকোলাস (রাশিয়ার জার) [সামরিক প্রধান- জেনারেল ফচ।] ■ **অক্ষশক্তি:** সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফ (অস্ট্রিয়া)। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম (জার্মানি)।
ফলাফল	মিত্রশক্তির বিজয়।
গমাপ্তি	১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে (জার্মানি আত্মসমর্পণ করে)। আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে ২৮ জুন ১৯১৯ ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে (ফ্রান্সে)।

⇒ যে পক্ষ যুদ্ধ শুরু করে/ঘোষণা করে তাকে অক্ষশক্তি বলা হয়।

⇒ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- উড্রো উইলসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

বিষয়	তথ্য
সময়কাল	১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯–২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫
প্রেক্ষাপট	জার্মানির নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কারণে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে এডলফ হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।
পক্ষদ্বয়	■ **মিত্রশক্তি:** ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া), বেলজিয়াম, চীন। ■ **অক্ষশক্তি:** জাপান, জার্মানি ও ইতালি।
নেতা	■ **মিত্রবাহিনী:** যোসেফ স্ট্যালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন), উইনস্টন চার্চিল (যুক্তরাজ্য): ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও হ্যারি এস ট্রুম্যান (যুক্তরাষ্ট্র)। ■ **অক্ষশক্তি :** হিটলার (জার্মানি), মুসোলিনি (ইতালি), হিরোহিতো (জাপান)
মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সমরনায়ক ছিলেন আইসেন হাওয়ার এবং বৃটেনের সমরনায়ক ছিলেন জেনারেল অধিনায়ক মন্টেগোমারি। মন্টেগোমারি মরুভূমিতে যুদ্ধ করার জন্য ডেজার্ট ব্যাট উপাধি লাভ করেন।
বাফার স্টেট	বেলজিয়ামকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাফার স্টেট বলা হয়। উল্লেখ্য, যুদ্ধরত দুটি শক্তিশালী দেশের মাঝে অবস্থিত কম শক্তিশালী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বাফার স্টেট বলা হয়।
ফলাফল	মিত্রশক্তির বিজয়।
সমাপ্তি	১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

- **জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ:** জাপান পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটি আক্রমণ করে ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১। এর ফলে ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি যোগদান করে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলার নির্দেশ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান। যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমায় লিটল বয় নামক পারমাণবিক বোমা ফেলে ৬ আগস্ট ১৯৪৫। লিটল বয় পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয় পরমাণু ইউরেনিয়াম-২৩৫। যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের নাগাসাকিতে ফ্যাট ম্যান নামক পারমাণবিক বোমা ফেলে ৯ আগস্ট ১৯৪৫। ফ্যাট ম্যান পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয় পরমাণু প্রটোনিয়াম-২৩৯।
- ডেজার্ট ফক্স বিগ থ্রি নামে পরিচিত ছিলেন-ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (USA), যোসেফ স্ট্যালিন (USSR) ও উইনস্টন চার্চিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়া অধীন ছিল জাপানের। ডেজার্ট ফক্স (Desert Fox) নামে পরিচিত-ফিল্ড মার্শাল রোমেল।
- ১৯৪৪ সালের ৬ জুন ইউরোপের মূল ভূ-খন্ডকে জার্মান দখল থেকে মুক্ত করার জন্য মিত্র বাহিনীর বিশাল সংখ্যক সেনা ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে অবতরণ করে। এই দিনটিকে D-Day (Dawn Day) বলে এবং D-Day তে পরিচালিত এই অভিযানটির নাম অপারেশন ওভারলোড। ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানির নাৎসী বাহিনী মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটিকে বলে V-E Day (Victory Over Europe Day)
- জাপান আত্মসমর্পণ করে-১৪ আগস্ট ১৯৪৫। আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে গঠিত হয় জাতিসংঘ।
- হিটলারের সেনাবাহিনী যে রণনীতির কারণে চমকপ্রদ বিজয় লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম নয় মাসে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে ব্লিৎসক্রিগ রণনীতি। হিটলার আত্মহত্যা করেন-৩০ এপ্রিল ১৯৪৫।
- জার্মানির ন্যুরেমবার্গে (নাৎসি জার্মান যুদ্ধবন্দিদের) যুদ্ধপরবর্তী বিচার অনুষ্ঠিত হয় ২১ নভেম্বর ১৯৪৫ হতে ১ অক্টোবর ১৯৪৬ পর্যন্ত। ইতিহাসে এটি 'ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল' নামে পরিচিত।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

যুদ্ধ	সময়
বন্দরের যুদ্ধ	সংঘটিত হয়-৬২৪ খ্রিস্টাব্দে (দ্বিতীয় হিজরিতে)। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী, পরাজিত মক্কার পৌত্তলিকরা।
ওহুদের যুদ্ধ	সংঘটিত হয়-৬২৫ খ্রিস্টাব্দে (তৃতীয় হিজরিতে), বিজয়ী মক্কার পৌত্তলিকরা, পরাজিত মুসলিম বাহিনী।
খন্দকের যুদ্ধ	সংঘটিত হয়-৬২৭ খ্রিস্টাব্দে (পঞ্চম হিজরিতে)। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী, পরাজিত পৌত্তলিকরা।
খায়বারে রর যুদ্ধ	সংঘটিত হয়-৬২৮ খ্রিস্টাব্দে। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী। পরাজিত ইহুদী বাহিনী।
তাবুকের যুদ্ধ	সংঘটিত হয়-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে: বিজয়ী মুসলিম বাহিনী। পরাজিত রোমান বাহিনী। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন।
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয়	১৭৫৬-৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এ যুদ্ধের মূল প্রতিদ্বন্দী প্রশিয়ার ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট এবং অস্ট্রিয়ার রানি মেথিয়া টেরাসা। স্থায়ীত্বকাল প্রায় সাত বছর। বিজয়ী পক্ষ প্রশিয়া, এটি ব্রিটেন, পর্তুগাল, হ্যানোভার। বিপক্ষ শক্তি-ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, সুইডেন।
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	সংঘটিত হয়-অক্টোবর ১৮৫৩-এপ্রিল ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত। 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' নামটি ক্রিমিয়া যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত

আলোচিত বিপ্লব

বিভিন্ন বিপ্লব	পরীক্ষা উপোযোগী তথ্য
শিল্প বিপ্লব (১৭৫০-১৮৫০)	১৭৬০ সাল থেকে ইউরোপের দেশ ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। ১৮৩৭ সালে শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি সমাজতান্ত্রিক লেখক জেরোমি ব্লাংকি। তবে ১৮৮১ সালের দিকে আর্নল্ড টিয়েনবির বক্তৃতামালায় Industrial Revolution শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এ বিপ্লবের মূল কারণ- ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুলভ শ্রমিক, অফুরন্ত মূলধন, ক্রমবর্ধমান পণ্য চাহিদা, কয়লা ও ইস্পাতের ব্যবহার বৃদ্ধি, কয়লা ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার,উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার, কৃষি বিপ্লবের প্রভাব ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিপ্লব	পরীক্ষা উপোযোগী তথ্য
	উল্লেখ্য, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (Industry 4.0) ধারনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয় ১ এপ্রিল ২০১৩ সালে, জার্মানিতে।
আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৫-১৭৮৩)	১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিতর্কিত 'চা আইন' শাসের প্রতিবাদস্বরূপ আমেরিকানরা পালন করে 'বোস্টন চা পার্টি'। 'বোস্টন চা পার্টি বলতে জাহাজভর্তি চা পাতা আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় তথা বৃটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের প্রতিবাদের ঘটনাকে বোঝায়। এ ঘটনার ৩ বছর পর ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ১৩টি অঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন।
ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯)	প্যারিসে অবস্থিত বাস্তিল দুর্গ পতনের মাধ্যমে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই এ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। রুশো ও ভলতেয়ার লেখনির মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণা দেন। ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়নের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে এ বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে। ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব' (রচয়িতা- ফরাসি দার্শনিক জ্যা জ্যাক রুশো) ফরাসি বিপ্লবের অগ্রনায়ক ক্লাব জকোবিন। নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ করেন কর্সিকা দ্বীপে, মৃত্যুবরণ করেন হেলেনা দ্বীপে। ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে পতন হয় রাজ্য ষোড়শ লুইয়ের। তাকে ১৭৯৩ সালে হাজার হাজার মানুষের সামনে 'গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করা হয়। বিপ্লবের স্মৃতি বহন করে-আইফেল টাওয়ার (১৮৮৯)। এটি প্যারিসের 'সিন' নদীর তীরে অবস্থিত। এর স্থপতি- গুস্তাভ আইফেল। **বিপ্লবসংশ্লিষ্ট প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ** : The Social Contract-জ্যাক রুশো, A Tale of Two Cities-চার্লস ডিকেন্স, The Spirit of Law-মন্টেস্কু। **নেপোলিয়ন বোনাপার্ট:** 'ফরাসি বিপ্লবের শিশু' এবং 'লিটল কর্পোরাল' নামে পরিচিত ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ওয়াটারলু যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট হেরে সিংহাসন হারান। তাঁকে প্রথমে এলবা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়, এরপর তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের উন্নত জাতি দেব।'
রুশ বিপ্লব (১৯১৭)	রুশ বিপ্লবের অপর নাম- লেনিন বিপ্লব/বলশেভিক বিপ্লব/অক্টোবর বিপ্লব/নভেম্বর বিপ্লব।রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৯১৭ সালে, রাশিয়ার পেট্রোগ্রাডে। নেতৃত্ব দেন- ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ লেনিন। রুশ বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন মৃত্যুবরণ করেন ১৯২৪ সালে (মৃতদেহ সংরক্ষিত আছে মস্কোর রেড স্কয়ারে)। রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্বকাল ছিল ১০ দিন। ১২ মার্চ, ১৯১৮ রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাড হতে মস্কোয় স্থানান্তর করা হয়। মিখাইল গর্ভাচেভ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হন-১৯৮৫ সালে (সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট)। বিদেশে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি অবস্থিত-তাজিকিস্তানে। বিশ্বে সর্বাধিক পরমাণু অস্ত্র রয়েছে রাশিয়ার কাছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ ভাড়াটে সেনাদল দ্য ওয়াগনার গ্রুপ (সদর দপ্তর- সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া)। বর্তমানে। যে দেশের ওপর সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে- রাশিয়াএ
চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯৪৯)	১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর মাও সেতুং এর নেতৃত্বে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা গণচীন প্রতিষ্ঠিত হয়।
চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব (১৯৬৬-১৯৭৬)	১৯৬৬ সালে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়। মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে মাও সেতুং এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।
ইসলামি বিপ্লব (১৯৭৯)	১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। এই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী। ইরানের শেষ রাজা ছিলেন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলাবি।
ভেলভেট বিপ্লব (১৯৮৯)	ভেলভেট বিপ্লব সংঘটিত হয় চেকোস্লোভাকিয়ায় (বর্তমানে চেক রিপাবলিক ও স্লোভাকিয়া) চেক ও স্লোভাকদের মধ্যে। Gentle Revolution নামে পরিচিত এই বিপ্লবের মাধ্যমে চেকোস্লোভাকিয়ায় একদলীয় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটে।
রোজ বিপ্লব (২০০৩)	২০০৩ সালে জর্জিয়াতে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়।
অরেঞ্জ বিপ্লব (২০০৪)	২০০৪ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হলে যে রাজনৈতিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে তাই অরেঞ্জ বিপ্লব। এ বিপ্লবের পর পুনরায় ভোটিং হয় এবং ভিক্টর ইউচেনকো বিজয়ী হয়।
টিউলিপ বিপ্লব (২০০৫)	২০০৫ সালের কিরগিজস্তানের সংসদ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট অ্যাকায়েভের কর্তৃত্ববাদ ও দুর্নীতির ফলে এ বিপ্লব শুরু হয়। এ বিপ্লবের ফলে প্রেসিডেন্ট এসকার অ্যাকায়েভ পদত্যাগে বাধ্য হন। টিউলিপ বিপ্লব 'প্রথম কিরগিজ বিপ্লব' নামেও পরিচিত।
জেসমিন বিপ্লব (২০১১)	জেসমিন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আরব বসন্তের সূচনা ঘটে। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর বোয়াজিজি নামের এক তিউনিশিয়ান কর্মক্ষম যুবক গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করলে এ বিপ্লবের সূচনা হয়। স্বৈরশাসক জয়নাল আবেদিন বেন আলীর স্বৈরশাসন, দুর্নীতি, বেকারত্ব, উচ্চ খাদ্যমূল্যসহ বিভিন্ন কারণে যে ক্ষোভ ছিল বোয়াজিজির আত্মহননের মাধ্যমে তার বিস্ফোরণ ঘটে। বিপ্লবের ফলে বেন আলী ১৪ আনুয়ারি ২০১১ সৌদি আরব পালিয়ে যায়।
চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	Schwab ২০১৫ সালে 'Foreign Affairs' আর্টিকেলে এবং The Fourth Industrial Revolution গ্রন্থে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন। এর বিষয়বস্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির (উদাহরণ: স্মার্ট ফোন, রোবটিকস, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ন্যানো-টেকনোলোজি, ৫জি প্রভৃতি) নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে 'উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন'। এর অপর নাম- ডিজিটাল বিপ্লব। বাংলাদেশ এ বিপ্লবে সামিল হওয়ার জন্য ১২ ডিসেম্বরকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' ঘোষণা করে।

বিভিন্ন দেশের গেরিলা/মিলিশিয়া সংস্থা

নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
আল কায়েদা	১৯৮৮ সালে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।
ঘামাস	ফিলিস্তিনের একটি প্রধান স্বাধীনতাকামী সংগঠন (প্রতিষ্ঠা- ১৯৮৭ সাল): প্রতিষ্ঠাতা- শেখ আহমেদ ইয়াসিন।
তালেবান	১৯৯৪ সালে মোল্লা ওমর আফগানিস্তানে তালেবান প্রতিষ্ঠা করেন। এরা ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো।

নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পিআইজে	ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ (পিআইজে) হলো ফিলিস্তিনের গাজা ভিত্তিক ইসলামী সশস্ত্র সংগঠন। প্রতিষ্ঠাসাল- ১৯৮১
TPLF	টাইগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট (TPLF) ইথিওপিয়া ভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন।
আরসা	**ARSA**: আরাকান-রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (মিয়ানমার) **লক্ষ্য:** রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং আরাকানের স্বাধীনতা
God's Army	মিয়ানমারের গেরিলা সংগঠন।
কারেন বিদ্রোহী	কারেন বিদ্রোহীরা মিয়ানমারে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত। তারা রাখাইন রাজ্যের 'স্বাধীনতা চায়।
আইএস	২০১৩ সালে আইএস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ বিদ্রোহীরা ২৯ জুন ২০১৪ সালে সিরিয়া ও ইরাকের ৪০,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে নতুন রাষ্ট্র ইসলামিক স্টেট ঘোষণা করে। প্রস্তাবিত রাজধানী ছিল রাকা।
হুথি	ইয়েমেনের শিয়াপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী হলো ' হুথি'। হুথিরা ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হুথি বিদ্রোহীদের দমনে সৌদি আরব ২০১৪ সাল থেকে অভিযান পরিচালনা করছে যার নাম 'অপারেশন ডিসিসিভ স্টর্ম।
কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (PKK)	তুর্কি কুর্দিদের একটি রাজনৈতিক ও মিলিশিয়া সংগঠন। ১৯৭৮ সালে আব্দুল্লাহ ও চালান এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরা তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে একটি কুর্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে আসছে। মেসোপোটেমিয়ান সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এই কুর্দিরা। বর্তমানে তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও আর্মেনিয়া অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়েছে।
বোকো হারাম	নাইজেরিয়া ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আল শাবাব	আল-কায়দার আফ্রিকান শাখা। সোমালিয়া ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন
উলফা	আসাম (ভারত) ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন।
KLO	ভারতভিত্তিক স্বাধীনতাকামী সংগঠন।
আবু সায়াফ	ফিলিপাইনের মিন্দানাও অঞ্চলের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনরত গেরিলা সংগঠন।
সাইনিং পাথ	পেরুর মাওবাদী গেরিলা গ্রুপ।
FARC	কলম্বিয়ার মার্কসবাদী গেরিলা সংগঠন। ২০১৬ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার সরকারের সাথে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ফার্ক বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং ৫৩ বছরের গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি হয়।
M-19	কলম্বিয়ার গেরিলা সংগঠন।
কন্ট্রা	নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী সংগঠন।
Black September	ফিলিস্তিনি গেরিলা সংগঠন। ১৯৭১ সালে গঠিত হয় এবং ১৯৭৪ সালে বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ (International Treaty and Protocols)

চুক্তি/সনদ	পরীক্ষা উপযোগী তথ্য
ম্যাগনাকার্টা Magna Carta	Magna Carta একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ মহাসনদ। ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজার ক্ষমতা সীমিত করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের রাজ্য জন ও জনগণের মধ্যে রানিমেড দ্বীপে 'ম্যাগনাকার্টা' নামক মুক্তি সনদ স্বাক্ষরিত (Magna Carta) হয়। এটি প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাজাদের ক্ষমতা, হ্রাসের একটি ঐতিহাসিক দলিল। এটিকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল নামেও আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য, 'ছয় দফা' কে ম্যাগনাকার্টার সাথে তুলনা করা হয়।
Petition of Rights:	১৬২৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মানবাধিকার সম্পর্কিত Petition of Rights আইন পাস হয়।
ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তি	১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে আধুনিক জার্মানি ও কেন্দ্রীয় ইউরোপের মধ্যকার "Thirty Years War" (১৬১৮-১৬৪৮) যুদ্ধটির অবসান ঘটে।
English Bill of Rights	১৬৬৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মানবাধিকার সম্পর্কিত 'Bill of Rights' আইন পাস হয়। এটি English Bill of Rights' নামে পরিচিত। **নোট:** যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধিত নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত প্রথম দশটি সংশোধনীকে বলা হয় Bill of Rights'।
প্রথম ভার্সাই চুক্তি	১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও উভয় দেশের মধ্যে সমঝোতার জন্য ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে
দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি	যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে 'প্রথম ভার্সাই চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে "দ্বিতীয় তার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
প্যারিস প্যাক্ট	২৭ আগস্ট ১৯২৮ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিল International Bill of Human Rights	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত একটি ঘোষণা এবং দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে একত্রে International Bill of Human Rights বলা হয়। এ দুটি চুক্তি হলো। (1) Universal Declaration of Human Rights (মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা): ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই ঘোষণা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই সনদ ঘোষিত হয়। এতে মোট ৩০টি ধারা আছে। ফ্রান্সের প্যারিসে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি)। ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর চুক্তিটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং ৩ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে এটি কার্যকর হয়।
জেনেভা কনভেনশন (চারটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি ও তিনটি বাড়তি প্রটোকল)	**প্রথম জেনেভা কনভেনশন (১৮৬৪) :** যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি। **দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন (১৯০৬):** সমুদ্রস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, অসুস্থ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সৈন্যদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি। **তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন (১৯২৯):** যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণ, নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত। **চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯):** যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক লোকদের রক্ষাকবচ।

চুক্তি/সনদ	পরীক্ষা উপযোগী তথ্য
মহাশূন্য চুক্তি (Outer Space Treaty)	১৯৬৭ সালে মহাশূন্যে পারমাণবিক গণবিধ্বংসী অস্ত্র স্থাপন নিষিদ্ধে মহাশূন্য চুক্তি (Outer Space Treaty) স্বাক্ষরিত হয়।
Anti Ballistic Missile Treaty (ABM)	১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। ১৩ জুন ২০০২ যুক্তরাষ্ট্র। একতরফাভাবে চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)	**SALT-I :** যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়-২৬ মে ১৯৭২ সালে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এন্টি ব্যালিস্টিক সিস্টেম সীমিতকরণ। **SALT-II:** যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৮ জুন ১৯৭৯ সাল। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আক্রমণাত্মক অস্ত্র ২৪০০-এর মধ্যে এবং নিক্ষেপকারী ক্ষেপণাস্ত্র ২২৫০-এর মধ্যে সীমিত করা। মার্কিন সিনেট SALI-II চুক্তিটি অনুমোদন করেনি।
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি হলো ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে সম্পাদিত প্রথম শান্তি চুক্তি। এই জন্য মিশরকে আরব লীগ ও OIC থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। ক্যাম্প ডেভিড স্থানটি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত। ক্যাম্প চুক্তি ডেভিড চুক্তিটির উদ্যোক্তা ও মধ্যস্থতাকারী ছিলেন জিমি কার্টার। এ চুক্তির জন্য মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আপ সাদাত ও ইসরাইয়েলের প্রধানমন্ত্রী Menachem Begin ১৯৭৮ সালে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
শেনজেন চুক্তি	ইউরোপের দেশগুলোতে জল, স্থল ও আকাশপথে এক ভিসায় কিংবা ভিসা ব্যতীত ইউরোপ ভ্রমণ করার চুক্তির নাম শেনজেন চুক্তি। ১৪ জুন ১৯৮৫ সালে লুক্সেমবার্গের শেনজেনে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ মার্চ ১৯৯৫ সালে ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে শেনজেন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা ২৯টি। এর মধ্যে EU' র ২৭ সদস্যের ২৫টি শেনজেনভুক্ত। EU'র সদস্য নয় এমন চারটি দেশ- সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিচটেনস্টাইন শেনজেন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। EU'র সদস্য দেশ সাইপ্রাস ও আয়ারল্যান্ড শেনজেনভুক্ত নয়। শেনজেনভুক্ত ২৭তম দেশ ক্রোয়েশিয়া (১ জানুয়ারি ২০২৩) ৩১ মার্চ ২০২৪ শেনজেন অঞ্চলে আংশিকভাবে যুক্ত হয় রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া। শেনজেন ভিসার মাধ্যমে শেনজেনভুক্ত দেশগুলোতে পর্যটন কিংবা যেকোনো কাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৯০ দিন অবস্থান করতে পারেন।
ম্যাসট্রিস্ট চুক্তি	অভিন্ন ইউরো মুদ্রা প্রচলন ও ইউরোপীয় বাজারকে সর্ববৃহৎ বাজারে পরিণত করতে ১৯৯২ সালে নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিস্ট শহরে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি কার্যকর হয় ১ নভেম্বর ১৯৯৩।
অসলো চুক্তি	১৯৯৩ সালের ২০ আগস্ট নরওয়ের রাজধানী অসলোতে গোপন বৈঠকের মাধ্যমে পি.এল. ও. এবং ইসরাইল এই চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে পি.এল.ও.-ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়।
ডেটন চুক্তি	১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটনে এ চুক্তির ব্যাপারে মতৈক্য হয় কিন্তু স্বাক্ষরিত ডেটন চুক্তি হয় ফ্রান্সের প্যারিসে। এ চুক্তির মাধ্যমে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার যুদ্ধ নিরসন হয়।
অটোয়া চুক্তি	কানাডার অটোয়াতে স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক এ চুক্তিটি ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করেনি।
বেলফাস্ট চুক্তি	১৯৯৮ সালের ১১ এপ্রিল উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তি রক্ষার জন্য 'বেলফাস্ট চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এটি Good Friday Agreement নামেও পরিচিত।
উই রিভার চুক্তি	প্যালেস্টাইন সংকট নিয়ে ২৩ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। উই রিভার স্থানটি মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।
Strategic Arms Reduction Treaty (START)	**START-1:** যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৩১ জুলাই, ১৯৯১ সাল। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস। **START-II:** যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে মস্কোতে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩ সালে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয় দেশের পারমাণবিক অস্ত্র বিশেষত দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা। **NEW START:** ২০১০ সালে New START নামে একটি নতুন চুক্তি হয়, যা কার্যকর হয় ২০১১ সালে। এই চুক্তির মাধ্যমে মোতায়েনকৃত পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ১৫৫০টি এবং ICBM ৮০০টি তে নামিয়ে আনা বা ভারসাম্য রক্ষা করতে উভয় দেশ সম্মত হয়। চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সাল পর্যন্ত।
NPT (এন পি টি)	NPT এর পূর্ণরূপ- Nuclear Non-proliferation Treaty। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করা। সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়- ১২ জুন ১৯৬৮ সালে। স্বাক্ষরিত হয় ১ জুলাই ১৯৬৮ সালে, কার্যকর হয়- ৫ মার্চ ১৯৭০ সালে। স্বাক্ষর করেনি- ইসরাইল, ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ সুদান। প্রত্যাহারকারী দেশ- উত্তর কোরিয়া (২০০৩ সাল)।
CTBT (সমন্বিত পারমানবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি)	♦ CTBT-Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty চুক্তি। ♦ ২২ আগস্ট ১৯৯৬ আস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে CTBT উত্থাপন করে, **১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬** গৃহীত হয়। ♦ স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়-২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬। ♦ CTBT রেজ্যুলেশন এর বিপক্ষে ভোট দেয়- ভারত, লিবিয়া ও ভুটান। ♦ চীন, মিসর, ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করলেও অনুমোদন করেনি। ♦ ভারত, উত্তর কোরিয়া ও পাকিস্তান স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করেনি। ♦ বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে ২৪ অক্টোবর চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের ৮ মার্চ অনুমোদন করে। ♦ ১২৯তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ CTBT স্বাক্ষর করে এবং ২৮তম দেশ হিসেবে অনুমোদন করে। ♦ সর্বশেষ CTBT স্বাক্ষর করে- সোমালিয়া (১৮৬তম দেশ) এবং সর্বশেষ অনুমোদন করে শ্রীলংকা (১৭৮তম দেশ)।

চুক্তি/সনদ	পরীক্ষা উপযোগী তথ্য
	♦ ২ নভেম্বর ২০২৩ রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে CTBT থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons	♦ স্বাক্ষরিত ২০ - সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সালে। কার্যকর হয় ২২ জানুয়ারি, ২০২১ ♦ পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধের জন্য জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক চুক্তি। ♦ স্বাক্ষরকারী: ৫৯টি দেশ স্বাক্ষরে অবদান রাখায় ICAN ২০১৭ সালে নোবেল শান্তি পদক পায়।
TICFA	♦ Trade and Investment Co-operation Framework Agreement ♦ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
(TIFA)	১৫সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিনিয়োগের পথ সুগম করতে Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) স্বাক্ষরিত হয়।।

সামরিক জোট, সংস্থা ও বিশ্ব রাজনীতি

❖ **NATO :**
- NATO এর পূর্ণরূপ - North Atlantic Treaty Organization; এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামরিক জোট।
- প্রতিষ্ঠা- ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ১২টি, বর্তমান সদস্য- ৩২টি, সর্বশেষ সদস্য- সুইডেন (৭ই মার্চ, ২০২৪)।
- প্রতিষ্ঠাকালীন ১২ দেশ : ইউরোপের ১০ দেশ,(বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্য) এবং উত্তর আমেরিকার ২টি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা)।
- ৪ এপ্রিল ২০২৩ ফিনল্যান্ড ন্যাটোর ৩১ তম সদস্য হিসেবে যোগদান করে।
- মহাদেশভিত্তিক ন্যাটোর সদস্য- এশিয়া ১টি (তুরস্ক), উত্তর আমেরিকা ২ টি (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) ও ইউরোপের ২৮ টি ।

❖ **Warshaw Treaty Organization** : স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইউরোপের ৮টি সমাজতান্ত্রিক দেশ (আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া (বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া), পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) নিয়ে ১৪ মে ১৯৫৫ গঠিত হয় সামরিক জোট Warshaw Treaty Organization। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ১ জুলাই ১৯৯১ সোভিয়েত বলয়ভুক্ত সামরিক জোটটি ভেঙে যায়।

❖ **QUAD:**
- QUAD-এর পূর্ণরূপ- Quadrilateral Security Dialogue; এটি বর্তমান বিশ্বে অন্যতম আলোচিত একটি জোট।
- যাত্রা শুরু করে - ২০০৭ সালে (জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের নেতৃত্বে)।
- সদস্য সংখ্যা: ৪টি (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত)।
- মুখ্য উদ্দেশ্য: ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের কর্তৃত্ব হ্রাস করে সদস্য দেশগুলোর প্রভাব বিস্তার করা।
- কোয়াড-প্লাসভুক্ত সদস্য রাষ্ট্র ৩টি - দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

❖ **AUKUS:**
- আকাস (AUKUS) বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত, নবগঠিত একটি সামরিক জোট।
- সদস্য সংখ্যা: ৩টি (Australia, United Kingdom, United States)। প্রতিষ্ঠাকাল-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১।
- অকাস চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াকে তাদের পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন প্রযুক্তি প্রদান করবে।

❖ **ANZUS** :
- ANZUS একটি সামরিক জোট; এর পূর্ণরূপ-Australia, New Zealand and United States Defence Pact.
- প্রতিষ্ঠাকাল-১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১; সদর দপ্তর ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া। সদস্য-৩ টি।

❖ **CENTO:**
- CENTO পূর্ণরূপ-Central Treaty Organization,
- প্রথমে Middle East Treaty Organization বা বাগদাদ চুক্তি নামে প্রতিষ্ঠা-১৯৫৫ সালে, বিলুপ্তি-১৯৭৯ সালে।
- সদর দপ্তর ছিল প্রথমে বাগদাদ (১৯৫৫-১৯৫৮); পরে আঙ্কারা (১৯৫৮-১৯৭৯)।

❖ **SEATO:**
- SEATO এর পূর্ণরূপ-South East Asia Treaty Organization|
- প্রতিষ্ঠা- ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪: বিলুপ্তি- ৩০ জুন, ১৯৭৭। সদর দপ্তর ছিল- ব্যাংকক।

❖ **INTERPOL:**
- INTERPOL এর পূর্ণরূপ- International Criminal Police Organization,
- প্রতিষ্ঠাসাল- ১৯২৩ : প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য - ৫০টি দেশ, সদর দপ্তর - লিও, প্যারিস।
- Interpol'র বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ১৯৬টি দেশ [সর্বশেষ- পালাউ]।
- বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্যপদ লাভ করে-১৯৭৬ সালে।
- INTERPOL কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা International Criminal Police Review

একনজরে বিভিন্ন ধরনের জোট

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জোট	Commonwealth, OIC, NAM
আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোট	AU, Arab Legue, GCC
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট	EU, G-7, D-8, G-20, G-77, APEC, OPEC
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট	ASEAN, SAARC, BIMSTEC, ECO, BENELUX
আঞ্চলিক আর্থিক জোট	IDB, ADB

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি	NAFTA, EFTA, AFTA
আঞ্চলিক সামরিক জোট	NATO, ANZUS, AUKUS, QUAD
আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা	রেডক্রস, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, ভাউট আন্দোলন, লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল
পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা	Green Peace, IUCN, WWF, E-8
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা	NASA, IRSA

পারমাণবিক দুর্ঘটনা (Nuclear Accidents)	
থ্রিমাইল আইল্যান্ড বিপর্যয় (Three Mile Island Accident)	১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভিয়ার থ্রিমাইল দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা ঘটে।
চেরনোবিল বিপর্যয় (Chernobyl Disaster)	ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে।
কুরস্ক সাবমেরিন দুর্ঘটনা (Kursk Submarine Explosion)	২০০০ সালের ১২ আগস্ট ব্যারেন্ট সাগরে রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন কুরস্ক নিমজ্জিত হয়।
ফুকুশিমা পারমাণবিক বিপর্যয় (Fukushima Nuclear Plant Blast)	১১ মার্চ ২০১১ জাপানে স্মরণকালের ভয়াবহতম ভূমিকম্প ও সুনামি সংঘটিত হয় এবং ১২ মার্চ ২০১১ জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক প্রকল্পের দাইচি-১ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে।

গোয়েন্দা সংস্থা

গোয়েন্দা সংস্থা	দেশের নাম	গোয়েন্দা সংস্থা	দেশের নাম
Central Intelligence Agency (CIA), Federal Burenu of Investigation (FBI), Fair Fars, Black Water	যুক্তরাষ্ট্র	Central Bureau of Investigation (CBI), Research and Analysis Wing (RAW)	ভারত
Secret Intelligence Service (SIS), MI-5, MI-6	যুক্তরাজ্য	Federal Security Service (FSB)	রাশিয়া
Inter Service Intelligence (ISI), FIA	পাকিস্তান	Federal Intelligence Service	জার্মানি
মোসাদ, আমান, সাভাক, শিন বেট	ইসরাইল	ভেভাক (VEVAK), VAJA	ইরান
এম এস এস (MSS)	চীন	D.G.S.E	ফ্রান্স

স্নায়ুযুদ্ধ

সংজ্ঞা: সরাসরি যুদ্ধে না গিয়েও নিজস্ব তখন অর্থনৈতিক, সামরিক ও প্রচারণা শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা তাকে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold War বলে। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক (Socialist) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুজিবাদী (Capitalist) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সংঘাত হয় তা ইতিহাসে স্নায়ুযুদ্ধ নামে পরিচিত। Cold War বা স্নায়ুযুদ্ধ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর 'The Cold War' গ্রন্থে। আনুষ্ঠানিকভাবে স্নায়ু যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয় ট্রুম্যান নীতির (১৯৪৭) মাধ্যমে এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ মাল্টা কনফারেন্সের (১৯৮৯) মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধ বলা যায়। কারন, স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে একপক্ষ পুঁজিবাদী এবং অন্য পক্ষ সমাজতান্ত্রিক হবে।

ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine)	মার্শাল প্ল্যান (Marshal Plan)
ঘোষণা: ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ, মার্কিন কংগ্রেসে ঘোষণাকারী: তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান বিষয়বস্তু: ট্রুম্যান আনুষ্ঠানিকভাবে Cold War শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তুরস্ক ও গ্রিসকে ৪০ কোটি ডলার সহায়তার ঘোষণা দেন। বি.দ্র: ট্রুম্যান নীতির পরই বিশ্বে ডলার কূটনীতি চালু হয়।	ঘোষণা: ১৯৪৭ সালের ৫ জুন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণাকারী: তৎকালীন মার্কিন সেক্রেটারি অব দ্য স্টেট (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) জর্জ সি মার্শাল আইনসভায় অনুমোদন: ১৯৪৮ সালের ৩ এপ্রিল বিষয়বস্তু: ইউরোপের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ১২ বিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা দেন। এর মধ্যে ২৬% পাবে যুক্তরাজ্য।

Molotov Plan	COMINFORM	COMECON
ঘোষণা: ১৯৪৭ **ঘোষণাকারী :** সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ **বিষয়বস্তু :** পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	**প্রতিষ্ঠা :** ১৯৪৭ **পূর্ণরূপ :** Communist Information Bureau **পরিচয় :** ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ১৩ টি রাজনৈতিক দলগুলোর জোট **সদর দপ্তর :** বেলগ্রেড (১৯৪৭-৪৮) এবং বুখারেস্ট (১৯৪৮-৫৬) **উদ্দেশ্য :** ইউরোপীয় দেশগুলো যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ না করে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন। **বিলুপ্ত :** ১৯৫৬	**প্রতিষ্ঠা :** ১৯৪৯ **পূর্ণরূপ :** Council for Mutual Economic Assisstance **সদর দপ্তর :** মস্কো **সদস্য ছিল :** পূর্ব ইউরোপীয় ৮ টি সহ মোট ১১ টি **সমাজতান্ত্রিক দেশ :** আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাংগেরি, পূর্ব জার্মানি, পোলান্ড ও সেভিয়েত ইউনিয়ন, মঙ্গোলিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম। **বিলুপ্ত :** ১৯৯১

সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

ওয়ারশও চুক্তি (Warsaw Pact)

- **পরিচয় :** পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সামরিক জোট [**প্রতিষ্ঠা :** ১৯৫৫]
- **সদস্য ছিল :** ০৮ টি [আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড, হাংগেরি, পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া ও USSR]
- **উদ্যোক্তা :** সোভিয়েত ইউনিয়ন
- **সদর দপ্তর :** মস্কো

- **বিলুপ্ত হয় :** ১৯৯১ সালে।

মার্কিন প্রতিক্রিয়া

আইজেনহাওয়ার মতবাদ (১৯৫৬)

- **পরিচয় :** মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি
- **প্রবক্তা :** তৎকালিন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার
- **বিষয়বস্তু :** মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর স্বাধীনতা ও অখন্ডতা রক্ষা করাকে যুক্তরাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ মনে করে। অর্থাৎ, মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থকে মার্কিন স্বার্থ বলে ঘোষণা। এছাড়া, মার্কিন Military Induatry টিকিয়ে রাখতে হলে পৃথিবীতে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান রাখার গুরুত্ব প্রদান করেন।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট-১৯৬২

- **সংকটকাল:** ১৬ থেকে ২৮ অক্টোবর, ১৯৬২ [১৩ দিন]
- **প্রেক্ষাপট:** যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণ স্থাপন করে।
- **প্রতিক্রিয়া:** মার্কিন DEFCON প্রতিরক্ষা লেভেলটি গুয়ান্তানামোতে সৈন্য জড়ো করতে থাকে। ফলে ভয়াবহ পরমাণু সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়।
- **তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং সোভিয়েত সর্বোচ্চ নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ।
- **সমাপ্তি:** তুরস্ক ও ইতালি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র তুলে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে ।

গুয়ান্তানামো বে (Guantanamo Bay)

- **অবস্থান:** কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি প্রদেশ গুয়ান্তানামো উপদ্বীপ
- **বৈশিষ্ট্য:** গুয়ান্তানামো কিউবার বৃহত্তম পোতাশ্রয়
- **যুক্তরাষ্ট্র কিউবার কাছ থেকে লিজ নেয়:** ১৯০৩ সালে [আন্তর্জাতিক ইজারা চুক্তির মেয়াদ ৯৯ বছর থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে গুয়ান্তানামো ফেরত দিচ্ছে না]
- **যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় কারাগার স্থাপন করেছে:** ২০০২ সালে
- **গুয়ান্তানামোতে মোট কারাগার:** ৭টি।
- **বর্তমান অবস্থা বা সাম্প্রতিক:** গুয়ান্তানামোবেতে মার্কিন অবিচার ও অত্যাচার এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে ইউরোপের দেশগুলো ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গুয়ান্তানামো বে বন্ধ করার আহবান জানিয়েছে। ।

আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ

- **সময়কাল:** ১৯৭-১৯৮৯
- **প্রেক্ষাপট:** নূর মোহাম্মদ তারেকি ও হাফিজুল্লাহ আমিনের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধে সোভিয়েত ইউনিয়ন লিওনিদ ব্রেঝনেভের নেতৃত্বে তারেকিকে সমর্থন করে। অপরদিকে ৩৪টি OIC সদস্য আমেনির সমর্থকদের সমর্থন করে।
- **আফগানিস্তানকে সমর্থনকারী মুজাহিদ :** 'পেশোয়ার-০৭' নামে মুজাহিদ গ্রুপ। ওসামা-বিন-লাদেন ছিলেন পাকিস্তানের 'পেশোয়ার-০৭' এর অন্তর্ভুক্ত। লাদেন ১৯৮৮ সালে পাকিস্তানের পেশোয়ারে প্রতিষ্ঠা করে 'আল কায়েদা'।
- **যুদ্ধের ধরণ:** ছায়া যুদ্ধ / Proxy War,
- **ফলাফল:** সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা (Glasnost & Perestroika)

গ্লাসনস্ত	পেরেস্ত্রৈকা
প্রবর্তক: সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ	প্রবর্তক: সর্বশেষ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ
প্রবর্তন: ১৯৮৭	**প্রবর্তন:** ১৯৮৭
পরিচয়: সোভিয়েত খোলানীতি (Open Discussion) নামে	**পরিচয়:** উদারনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কার (Development Discussion)
বিষয়বস্তু: সোভিয়েত জনগণ নির্ভয়ে খোলাখুলি ভাবে তাদের মতামতাদি প্রকাশ করতে পারবেন	**বিষয়বস্তু:** বনেদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়।

স্নায়ু যুদ্ধের অবসান

১৯৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ Malta Conference এর মাধ্যমে স্নায়ু যুদ্ধ অবসানের যৌথ ঘোষণা দেন।

স্নায়ু যুদ্ধ অবসানের ফল: মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের অবসান ও দ্বি-মেরু বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা তাঁর The End of History গ্রন্থে বলেন, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে

সোভিয়েত পতন:

১৯৯১ সালের Union Treaty ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে ১৯২২ সালে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। মোট ১৫টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়: ০১. রাশিয়া ০২. ইউক্রেন ০৩. বেলারুশ ০৪. তুর্কেমেনিস্তান ০৫. তাজিকিস্তান ০৬. কাজাখস্তান ০৭. কিরঘিজস্তান ০৮. উজবেকিস্তান ০৯. জর্জিয়া ১০. আজারবাইজান ১১. এস্তোনিয়া
১২. লাটভিয়া ১৩. লিথুনিয়া ১৪. আর্মেনিয়া ১৫. মলদোভা

CIS প্রতিষ্ঠা

- **পূর্ণরূপ :** Commonwealth of Independent States
- **প্রতিষ্ঠা :** ১৯৯১
- **পরিচয় :** সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট
- **প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল :** ১২ টি
- **বর্তমান সদস্য :** ০৯ টি
- **সদস্য :** রাশিয়া, আজারবাইনো, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, রাশিয়া ও তাজিকিস্তান।
- **সদর দপ্তর :** মিনস্ক ।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ndia-Pakist(I an War)

যুদ্ধ	তথ্য
প্রথম যুদ্ধ ঃ (১৯৪৭-৪৯)	➢ **যুদ্ধ বিরতি কার্যকর:** ০১ জানুয়ারি, ১৯৪৯ সাল ➢ **যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া রেজুল্যেশন নম্বর:** ৪৭ এর আওতায় Line of Control বা নিয়ন্ত্রণ রেখা কার্যকর হয়। ➢ **ভারতের নিয়ন্ত্রণে:** কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু ও লাদাখ ➢ **পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে:** আজাদ কাশ্মির এবং গিলগিট বালতিস্তান
দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ (১৯৬৫-৬৬)	➢ **অস্ত্রবিরতি কার্যকর:** ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ (তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে) ➢ **স্বাক্ষরিত হয়:** তাসখন্দ, উজবেকিস্তান ➢ **স্বাক্ষর করেন:** ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান
তৃতীয় যুদ্ধ ০৩-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	➢ প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করে- ভারত ➢ **সমাপ্তি:** ০২ জুলাই, ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে তা হস্তান্তর করে দেয়
চতুর্থ যুদ্ধ: ১৯৯৯	➢ **অন্য নাম:** কারগিল যুদ্ধ

আরব ও ইসরাইলের চারটি যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	কারন	প্রধান পক্ষসমূহ	বিশেষ তথ্য
প্রথম (১৯৪৮)	ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা	ইসরাইল-ফিলিস্তিন	ফিলিস্তিন নিজ ভূমিতে পরাধীন এবং জেরুজালেমে UNTSO নামক শান্তিরক্ষী মিশন প্রেরণ
দ্বিতীয় (১৯৫৬)	ইসরাইলের সুয়েজ খাল দখলের চেষ্টা	ইসরাইল-মিশর	মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়তাকরণ : ১৯৫৬
তৃতীয় (১৯৬৭)	ইসরাইল কর্তৃক জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে আগুন (২১ আগস্ট, ১৯৬৯)	ইসরাইল-ফিলিস্তিন	ওআইসি প্রতিষ্ঠা : ১৯৬৯ যুদ্ধের মেয়াদ : ৬ দিন (০৫-১০ জুন, ১৯৬৭)
চতুর্থ (১৯৭৩-১৯৭৮)	মিশর কর্তৃক সিনাই পুনর্দখলের চেষ্টা	ইসরাইল-সিরিয়া, জর্ডান, মিশর	আরবরা 'তেল অস্ত্র' তেল অবরোধ-১৯৭৩) ব্যবহার করে এবং ১৯৭৮ সালের 'ক্যাম্পডেভিড চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি।

গণতান্ত্রিক আরব বসন্ত (Arab Spring)

⇒ **আরব বসন্তের সূচনা হয়:** ১৭ ডিসেম্বর, ২০১০

⇒ **আরব বসন্তের সূত্রপাত:** তিউনেসিয়ার তিউনিশে মোঃ বুয়াজ্জিজি নামে ২৬ বছরের এক ফল বিক্রেতা প্রশাসনের দুর্নীতি আর বেকারত্বের জীবনে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার ২৭ দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট জয়নুল আবেদিন বেন আলীর ২৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের মাধ্যমে সূচনা হয় আরব বসন্তের।

⇒ **আরব বসন্ত নামকরণ:** তখন মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ছিল।

⇒ **সিরিয়ায় আরব বসন্ত চলমান আছে:** ২০১১ থেকে

⇒ **বর্তমানে বসন্ত বিপ্লব নামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে:** মিয়ানমারে

⇒ **আরব বসন্তের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের নাম:**

দেশ	বিপ্লবের নাম	বিক্ষোভস্থল
তিউনিশিয়া	জেসমিন/ জুঁই বিপ্লব	তিউনিস
মিশর	নীল বিপ্লব	তাহরির স্কয়ার, কায়রো
লিবিয়া	গ্রিন বিপ্লব	গ্রিন স্কয়ার, ত্রিপলি

⇒ **আরব বসন্তের ফলে চারজন আরব শাসকের পতন হয়-**

দেশ	প্রেসিডেন্ট	ক্ষমতায় ছিলেন
তিউনিশিয়া	জয়নুল আবেদিন বেন আলি	২৩ বছর
মিশর	হোসনি মোবারক	৩০ বছর
লিবিয়া	মুয়াম্মার গাদ্দাফি	৪২ বছর
ইয়েমেন	আলি আব্দুল্লাহ সালেহ	৩৩ বছর

বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর

১. TIFA এর পূর্ণরূপ কী? **[৪৫তম বিসিএস]**

ক. Trade for International Finance Agreement খ. Trade and Investment Framework Agreement
গ. Treaty for Intrnational Form America ঘ. Trade and Investment form America **উ: খ**

২. কোন সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে? **[৪৪তম বিসিএস]**

ক. ২০১০ খ. ২০১২ গ. ২০১৪ ঘ. ২০১৬ **উ: গ**

৩. তাসখন্দ চুক্তি কোন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? **[৪৪তম বিসিএস]**

ক. পাকিস্তান ও আফগানিস্তান খ. ভারত ও আফগানিস্তান গ. পাকিস্তান ও ভারত ঘ. আফগাস্তিান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন **উ: গ**

৪. কোন দুটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড (Camp David) চুক্তি সাক্ষরের ফল শ্রুতিতে ইসরাইলের সঙ্গে পূর্ব কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে? **[৪৪তমবিসিএস]**

ক. জর্দান ও মিশর খ. কুয়েত ও বাহরাইন গ. লিবিয়া ও ওমান ঘ. তিউনিশিয়া ও আলজেরিয়া **উ: ক**

৫. নাথু লা পাস কোন দুটি দেশকে সংযুক্ত করেছে? **[৪৩তম বিসিএস]**

ক. ভারত-নেপাল খ. ভারত-পাকিস্তান গ. ভারত-চীন ঘ. ভারত-ভুটান **উ: গ**

৬. ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতির তদারকির কাজে নিয়োজিত জাতিসংঘের বাহিনী কোন নামে পরিচিত চিল? [৪৩তম বিসিএস]
ক.UNIMOG খ. UNIIMOG গ. UNGOMAP ঘ. UNICEF উ: খ

৭. মার্কিন-তালেবান ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- [৪২তম বিসিএস]
ক. ২ মার্চ,২০২০ খ. ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ গ. ৩০ এপ্রিল, ২০২০ ঘ. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০২ উ: ঘ

৮. সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০২০) কোন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রন নিয়ে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মাঝে সংঘর্ষ হয়? [৪২তম বিসিএস]
ক. আর্টসাখ প্রজাতন্ত্র খ. নার্গানো-কারাবাখ গ. ইয়েরেভান ঘ. নাকার্চভান ছিটমহল উ: খ

৯. কোন মুসলিম দেশ সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য? [৪১তম বিসিএস]
ক. সৌদি আরব খ. মালয়েশিয়া গ. পাকিস্তান ঘ. তুরস্ক উ: ঘ

১০. সামরিক ভাষায় 'WMD'অর্থ কী? [৪১তম বিসিএস]
ক. Weapons okf Mass Destruction খ. Worldwide Mass Destruction
গ. Weapons of Missile Defence ঘ. Weapons for Massive Destruction উ: ক

১১. নর্থ আথলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৫ সালে খ. ১৯৪৯ সালে গ. ১৯৪৮ সালে ঘ. ১৯৫১ সালে উ: খ

১২. কোন দুটি দেশর মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ২০১৯ সালে নোবেল শান্তি পুরুষ্কার দেয়া হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক. ক্যামেরুন এবং ইথিওপিয়া খ. পেরু এবং ভেওেন জুয়েলা গ. ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়া ঘ. মালি এবং সেনেগাল উ: গ

১৩. নিচের কোন দেশটিতে রাশিয়ার সারারিক ঘাঁটির সুবিধা বিদ্যমান? [৪১তম বিসিএস]
ক. কিউবা খ. ভিয়েতনাম গ. উজবেকিস্তান ঘ. সোমালিয়া উ: গ

১৪. যুক্তরাষ্ট্রের Guantanamo Bay Detention Camp কোথায় অবস্থিত? [৪০তম বিসিএস]
ক. ফ্লোরিডা খ. হাইতি গ. কিউবা ঘ. জ্যামাইকা উ: গ

১৫. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান কতৃক ঘোষিত স্ট্রেটিজক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ (এস.ডি. আই) এর জনপ্রিয় নাম ছিল? [৩৮তম বিসিএস]
ক. থাড খ. শয়তানের সাম্রাজ্যে আক্রমন গ. তারকা যুদ্ধ ঘ. ম্যাড উ: গ

১৬. দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তি সমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয় : [৩৮তম বিসিএস]
ক. স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র খ. নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গ. বাফার রাষ্ট্র ঘ. জিরো সাম রাষ্ট্র উ: গ

১৭. 'কালাপানি' কোন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখন্ড? [৩৭তম বিসিএস]
ক. ভারত ও নেপাল খ. পাকিস্তান ও চীন গ. ভুটান ও ভারত ঘ. বাংলাদেশ ও ভারত উ: ক

১৮. কোনটি নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক. NATO খ. SALT গ. C.NPT ঘ. CTBT উ: ক

১৯. যুক্তরাষ্ট্র কবে এককভাবে ABM (Anti-Ballistic Missile) চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে? [৩৬তম বিসিএস]
ক. জুন ২০০১ খ. জুন ২০০০ গ. জুন ২০০২ ঘ. জুন ২০০৩ উ: গ

২০. IAEA এর সদর দপ্তর হচ্ছে- [৩৬তম বিসিএস]
ক. জেনেভা খ. ভিয়েনা গ. ওয়াশিংটন ঘ. প্যারিস উ: খ

২১. প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর হচ্ছে- [৩৫তম বিসিএস]
ক. ইউকোসুক খ. হাওয়াই গ. গোয়াম ঘ. সুবিক বে উ: ক

২২. আমেরিকার চালকবিহীন গোয়েন্দা বিমান 'স্টিলথ ড্রোন' টি কি? [৩২তম বিসিএস]
ক. বোমার বিমান চালিত খ. মিগ চালিত গ. হেলিকাপ্টার চালিত ঘ. শক্তিশালী রকেট চালিত উ: ক

২৩. 'লাইন অব কন্ট্রোল' কোন দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী রেখা চিহ্নিত করে? [৩১তম বিসিএস]
ক. ইসরাইল ও জর্ডান খ. ভারত ও পাকিস্তান গ. চীন ও তাইওয়ান ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া উ: খ

২৪. মধ্য আমেরিকার কোন দেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই? [৩১তম বিসিএস]
ক. কলম্বিয়া খ. নিকারাগুয়া গ. কোস্টারিকা ঘ. এল সালভাদর উ: গ

২৫. কোথায় সেনাবাহিনী নেই? [৩০তম বিসিএস]
ক. সুদান খ. সাইপ্রাস গ. মালদ্বীপ ঘ. ভুটান উ: গ

২৬. রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি (Chemical Weapons Convention) কোন সালে সাক্ষরিত হয়? [২৭তম বিসিএস]
ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯৩ গ. ১৯৯৬ ঘ. ১৯৯৯ উ: খ

২৭. START-2 কি? [২৭তম বিসিএস]
ক. টিভিতে সম্প্রচারিত একটি সিরিয়াল খ. বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি চুক্তি
গ. কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি ঘ. এর কোনোটিই নয় উ: গ

২৮. নিচের কোন চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে অনুমোদিত হয় নি? [২৭তম বিসিএস]
ক. এবিএম চুক্তি (ABM) খ. সল্ট-১ চুক্তি (SALT-1) গ. সল্ট-২ চুক্তি (SALT-2) ঘ. স্টার্ট-২ চুক্তি (START-2) উ: খ

২৯. আটলান্টিক সনদে যুক্তরাষ্ট এবং ব্রিটিশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কে? [২৬তম বিসিএস]
ক. রোনাল্ড রিগ্যান ও মার্গারেট থেচার খ. জর্জ ডব্লিউ বুশ ও টনি ব্লেয়ার
গ. জিমি কার্টার ও রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ঘ. ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও উইন্সটন চার্চিল উ: ঘ

৩০. আবু সায়েফ গেরিলা গোষ্ঠী কোন দেশে তৎপর? [২৬তম বিসিএস]
ক. ইরাক খ. ফিলিপাইন গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. থাইল্যান্ড উ: খ

৩১. জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপটির নাম কি? [২৬তম বিসিএস]
ক. কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ খ. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ গ. দিয়াগো গার্সিয়া ঘ. গ্রেট বেরিয়ার রিফ উ: ক

৩২. আবু গারিব বলতে কি বোঝায়? [২৫তম বিসিএস]
ক. একজন বিখ্যাত দার্শনিক খ. একটি যাদুঘর গ. একটি জেলখানা ঘ. একজর বৈজ্ঞানিক উ: গ

৩৩. ইরাকে কখন মার্কিন ব্রিটিশ যৌথ সামরিক অভিযান শুরু হয়? [২৫তম বিসিএস]
ক. ২০০৩ সালের ১৮ মার্চ খ. ২০০৩ সালের ২০ মার্চ গ. ২০০৩ সালের ২২ মার্চ ঘ. ২০০৩ সালের ২৪ মার্চ উ: খ

৩৪. মধ্যপ্রাচ্যে কখন প্রথম তেলঅস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল? [২৫তম বিসিএস]
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৮১ সালে গ. ১৯৯১ সালে ঘ. ২০০৩ সালে উ: ক

৩৫. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধকারী 'প্যারিস প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়- [২৪তম বিসিএস]
ক. ১৯২৭ সালের ১২ আগস্ট খ. ১৯২৮ সালের ২৭ আগস্ট গ. ১৯২৮ সালের ৩ নভেম্বর ঘ. ১৯২৯ সালের ৫ জানুয়ারি উ: খ

৩৬. মানবাধিবার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কখন আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? [২৪তম বিসিএস]
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫৫ সালে গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬৬ সালে উ: ঘ

৩৭. যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ণ বিষয়ে ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনসমূহ অভিহিত? [২৪তম বিসিএস]
ক. 'দুটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে খ. 'তিনটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে
গ. 'চারটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে ঘ. পাঁচটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে উ: গ

৩৮. নিকারাগুয়ায় 'কন্ট্রা' বিদ্রোহীরা কোন দেশের সমর্থনপুষ্ট ছিল? [২৪তম বিসিএস]
ক. যুক্তরাজ্য খ. যুক্তরাষ্ট্র গ. কোরিয়া ঘ. কিউবা উ: খ

৩৯. ইসরাইল-প্যালেস্টাইন 'রোডম্যাপ' কর্মসূচির উদ্দেশ্য কি? [২৪তম বিসিএস]
ক. সহিংসতা বন্ধ করে ২০০৫ সালের মধ্যে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা
খ. দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন
গ. দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ বানিজ্য স্থাপন ঘ. দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ উ: ক

৪০. কত সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়? [২৪তম বিসিএস]
ক. ১৯৮৮ সালে খ. ১৯৮৯ সালে গ. ১৯৯০ সালে ঘ. ১৯৯১ সালে উ: খ

৪১. 'নাগানো কারাবাখ' কোন দুটি দেশের করিডোর? [২৪তম বিসিএস]
ক. আজারবাইজার-আর্মেনিয়া খ. আর্মেনিয়া-লাটভিয়া গ. কাজখস্তান-আজারবাইজান ঘ. রাশিয়া-আর্মেনিয়া উ: ক

৪২. 'ব্লাক ক্যাট' কোন দেশের কমান্ডো বাহিনী? [২৪তম বিসিএস]
ক. নেপাল খ. ভারত গ. মিয়ানমার ঘ. ইরান উ: খ

৪৩. ম্যাকমোহন লাইন কোন কোন দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে? [২৩তম বিসিএস]
ক. চীন ও রাশিয়া খ. চীন ও ভারত গ. ভারত ও পাকিস্তান ঘ. পাকিস্তান ও আফগানিস্তান উ: খ

৪৪. ইসরাইল কত সালে পূর্ব জেরুজালেম দখল করেছিল? [২৩তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৬০ সালে গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৭৩ সালে উ: গ

৪৫. আফগানিস্তানের কোন শহরে তালিবানরা ইরানের কূটনীতিবিদদের হত্যা করেছে? [২০তম বিসিএস]
ক. মাজার-ই-শরিফ খ. হেরাট গ. জালালাবাদ ঘ. কান্দাহার উ: ক

৪৬. কোন দেশে প্রথম আনবিক বোমা ফেলা হয়? [২০তম বিসিএস]
ক. ইতালি খ. জার্মানি গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স উ: গ

৪৭. 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন' এটি কার উক্তি ? [২০তম বিসিএস]
ক. সালজার খ. ফ্রাঙ্কো গ. হিটলার ঘ. মুসোলিনী উ: গ

৪৮. যুক্তরাষ্ট্র চায় ইসরাইল কত শতাংশ জায়গা ফিলিস্তিনিদের কাছে হস্তান্তর করবে? [১৯তম বিসিএস]
ক. ১২ শতাংশ খ. ১০ শতাংশ গ. ১৩ শতাংশ ঘ. ১১ শতাংশ উ: গ

৪৯. আরব দেশ সমূহ পাশ্চাত্যের উপর তেল অবরোধ করে [১৭তম বিসিএস]
ক. ১৯৭০ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে উ: খ

৫০. তাসখন্দ চুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়? ছ [১৪তম বিসিএস]
ক. ১৪ জুলাই ১৭৮৯ খ. ৭ জুন ১৭৮৮ গ. ৫ অক্টোবর ১৭৮৮ ঘ. ২৬ আগস্ট ১৭৮৮ উ: ক

৫১. বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটেছিল- [১২তম বিসিএস]
ক. ১৪ জুলাই ১৭৮৯ খ. ৭ জুল ১৭৮৮ গ. ৫ অক্টোবর ১৭৮৮ ঘ. ২৬ আগস্ট ১৭৮৮ উ: ক

৫২. যে দেশ এসডিআই প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন? [১০তম বিসিএস]
ক. ব্রিটেন খ. ফ্রান্স গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. রাশিয়া উ: গ

৫৩. হিরোশিমায় এটম বোমা ফেলা হয়েছিল- [১০তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে খ. ১৯৪৫ সালের মে মাসে গ. ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘ. ১৪৪ সালের আগস্ট মাসে উ: ক

৫৪. বাংলাদেশ সদস্য নয়: [৪৫তম বিসিএস]
ক. ILO খ. SAARC গ. NATO ঘ. BIMSTEC উ: গ

৫৫. কোন মুসলিম দেশ সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য? [৪১তম বিসিএস]
ক. সৌদি আরব খ. মালয়েশিয়া গ. পাকিস্তান ঘ. তুরস্ক উ: ঘ

৫৬. নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৫ সালে খ. ১৯৪৯ সালে গ. ১৯৪৮ সালে ঘ. ১৯৫১ সালে উ: খ

৫৭. কোনটি নিরস্ত্রীকরনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক. NATO খ. SALT গ. NPT ঘ. CTBT উ: ক

৫৮. **IAEA এর সদর দপ্তর হচ্ছে:** [৩৬তম বিসিএস]
ক. জেনেভা খ. ভিয়েনা গ. ওয়াশিংটন ঘ. প্যারিস উ: খ

৫৯. **LAEA এর নির্বাহী প্রধান হলেন-** [২৬তম বিসিএস]
ক. মোহাম্মদ আল বারাদি খ. আমর মুসা গ. আয়াদ আলাওয়ি ঘ. হামিদ কানজাই উ:

৬০. **ইন্টারপোল সংস্থার সদর দপ্তর কোথায়?** [২৫তম বিসিএস]
ক. প্যারিস খ. লিঁও গ. ভার্সাই ঘ. মাসাই উ: খ

৬১. **আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?** [২১তম বিসিএস]
ক. জেনেভায় খ. ওয়াশিংটনে গ. ভিয়েনায় ঘ. ব্রাসেলসে উ: গ

৬২. **কোন চুক্তিতে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে?** [২১তম বিসিএস]
ক. ন্যাটো (NATO) খ. সিটিবিটি (CTBT) গ. এনপিটি (NPT) ঘ. সল্ট (SALT) উ: খ

৬৩. **উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা গঠিত হয়েছিল?** [১৭তম বিসিএস]
ক. ৪ এপ্রিল ১৯৪৯ খ. ৩ জানুয়ারি ১৯৫৪ গ. ২৬ মে ১৯৫৫ ঘ. ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ উ: ক

৬৪. **NATO কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?** [১৬তম বিসিএস]
ক. ১৯৪৭ সালের ৪ আগস্ট খ. ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল গ. ১৯৪৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঘ. ১৯৪৭ সালের ৪ মে উ: খ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. **ফেয়ার ফ্যাক্স কী?**
ক. গোয়েন্দা সংস্থা খ. মানবাধিকার সংস্থা গ. পরিবেশবাদী আন্দোলন ঘ. বিশেষ ধরনের ফ্রাক্স উ: ক

২. **আলবেনিয়া স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময়ে যে পররাষ্ট্রনীতির ধারায় চলেছিল?**
ক. জোট নিরপেক্ষ খ. মিত্রতার সম্পর্ক গ. বিচ্ছিন্ন প্রবণতাভিত্তিক ঘ. মতাদর্শগতভিত্তিক উ: গ

৩. **১৯৪৬ সালে ঐতিহাসিক ফুলটন স্পিচে লৌহপর্দা (Iron Curtain) শব্দগুচ্ছ কোন রাষ্ট্রনায়ক ব্যবহার করেন?**
ক. চার্চিল খ. রুজভেল্ট গ. জর্জ ওয়াশিংটন ঘ. ট্রুম্যান উ: ক

৪. **জর্জ কেনান মার্কিন কূটনীতির ক্ষেত্রে কেন প্রসিদ্ধ?**
ক. কূটনীতির নতুন ধারনা দেন খ. Containment Doctrine এর প্রবক্তা
গ. Dectente প্রক্রিয়ার কর্ণধার ঘ. নিবারক তত্ত্বের জন্মদাতা উ: খ

৫. **পশ্চিম ইউরোপের 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' কবে ঘোষণা করা হয়?**
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৪৯ গ. ১৯৫০ ঘ. ১৯৫৩ উ: ক

৬. **'Cold War' হচ্ছে-**
ক. যুদ্ধের সময় খ. শীতকালীন সময় গ. স্নায়ু যুদ্ধ ঘ. যুদ্ধবিরতি উ: গ

৭. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন আমেরিকান জাপান পুনর্গঠন করেন?**
ক. ম্যাক জর্ডান খ. ম্যাক আর্থার গ. ম্যাক চিলি ঘ. টমাস মুর উ: খ

৮. **Central Treaty Organization**
ক. CTO খ. CENTO গ. CTRO ঘ. CNTO উ: খ

৯. **'সানসাইন পলিসির সাথে কোন দেশ জড়িত?**
ক. চীন খ. উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া গ. জাপান ঘ. তাইওয়ান উ: খ

১০. **উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া কবে বিভক্ত হয়?**
ক. ১৯৪৪ সালে খ. ১৯৪৫ সালে গ. ১৯৪৬ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে উ: খ

১১. **উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার সীমারেখা কোনটি?**
ক. ১৭ তম অক্ষরেখা খ. ৩০ তম অক্ষরেখা গ. ৩৮ তম অক্ষরেখা ঘ. ৪৮ তম অক্ষরেখা উ: গ

১২. **কোরিয়ান যুদ্ধ কত সালে আরম্ভ হয়?**
ক. ১৯৪৮ খ. ১৯৫০ গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৫৫ উ: ক

১৩. **পানমুনজাম কী?**
ক. তাইওয়ানের রাজধানী খ. আগামী শীতকালীন অলিম্পিকের ভেন্যু
গ. আসিয়ানের সদর দপ্তর ঘ. দুই কোরিয়ার মধ্যে একটি গ্রাম উ: ঘ

১৪. **'নর্দান লিমিট লাইন' কোন দুটি দেশের বিরোধপূর্ণ স্থান?**
ক. চীন ও ও ভারত খ. সুদান ও দক্ষিণ সুদান গ. চীন ও মিয়ামার ঘ. উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া উ: ঘ

১৫. **The duration of the Koren war was-**
ক. 2 Years খ. 3 Years গ. 8 Years ঘ. 15 Years উ: খ

১৬. **আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানি একত্রিত হয়?**
ক. ২ অক্টোবর ১৯৯০ খ. ৩ অক্টোবর ১৯৯০ গ. ৪ নভেম্বর ১৯৯০ ঘ. ৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ উ: খ

১৭. **বার্লিনের দেওয়াল কোন সালে নির্মিত হয়েছিল?**
ক. ১৯৪৬ খ. ১৯৪৮ গ. ১৯৬১ ঘ. ১৯৬২ উ: গ

১৮. **বার্লিনের প্রাচীর তৈরি করেছিল?**
ক. সাবেক পূর্ব জামার্নি খ. সাবেক পশ্চিম জার্মানি গ. দুই জার্মানি একত্রে ঘ. রাশিয়া উ: ক

১৯. **বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয় কবে?**
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ. ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ গ. ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ ঘ. ৯ নভেম্বর ১৯৯৮ উ: খ

২০. **Outer Space Treaty কবে স্বাক্ষরিত হয়?**
ক. ১৯৬০ সালে খ. ১৯৬২ সালে গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৭০ সালে উ: গ

২১. **ABM (Anti Ballistic Missile) স্বাক্ষরিত হয়েছিল কবে?**
ক. ১৯৭০ সালে খ. ১৯৭২ সালে গ. ১৯৭৩ সালে ঘ, ১৯৭৯ সালে উ: খ

২২. **স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপের যে দেশটি শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে?**
ক. চেকোস্লোভাকিয়া খ. যুগোশ্লাভিয়া গ. হাঙ্গেরি ঘ. পূর্ব জার্মানি উ: ক

২৩. **চেকোস্লোভাকিয়া কত সালে ভেঙ্গে দুটো রাষ্ট্রে পরিণত হয়?**
ক. ১৯৮৯ খ. ১৯৯০ গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৫ উ: গ

২৪. **সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচেভ ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন?**
ক. ১৯৮৫ সালে খ. ১৯৮৬ সালে গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯০ সালে উ: ক

২৫. **সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫ টি রাষ্ট্র গঠিত হয়?**
ক. ১৯৯০ সনে খ. ১৯৯১ সনে গ. ১৯৯৩ সনে ঘ. ১৯৯৭ সনে উ: খ

২৬. **সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে আলাদা হওয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্র কোনটি?**
ক. সার্বিয়া খ. বেলারুশ গ. জর্জিয়া ঘ. তাজিকিস্তান উ: ঘ

২৭. **সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কয়টি রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল-**
ক. ১২ খ. ১৩ গ. ১৪ ঘ. ১৫ উ: ঘ

২৮. **CIS এর সদর দপ্তর কোথায়?**
ক. মস্কোতে খ. বাকুতে গ. মিনস্কে ঘ. দুশানবে উ: গ

২৯. **CIS বা কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডন্ট স্টেটস এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা?**
ক. ১৩ খ. ১১ গ. ০৯ ঘ. ০৭ উ: গ

৩০. **নিচের দেশটি CIS or Commonwealth of Independent States এর সদস্য নয় ?**
ক. আর্মেনিয়া খ. তাজকিস্তান গ. উজবেকিস্তান ঘ. আফগানিস্তান উ: ঘ

৩১. **কোনটি বিলুপ্ত হয়েছে?**
ক.ওয়ারশ প্যাক্ট খ. ন্যাটো গ. নাফটা ঘ. অ্যাপেক উ: ক

৩২. **ইউক্রেন কবে স্বাধীন হয়?**
ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৯২ সালে গ. ১৯৯১ সালে ঘ. ১৯৮৬ সালে উ: গ

৩৩. **কার সম্বন্ধে মার্গারেট থ্যাচার উক্তি করেন যে,''এই লোকের সাথে আমরা কাজ করতে পারি?"**
ক. হেনরি কিসিঞ্জার খ. চৌএন লাই গ. নিকিতা ক্রুসচেভ ঘ. মিখাইল গর্ভাচেভ উ: ঘ

৩৪. **'অভিন্ন ইউরোপীয় বাসভূমি' এই মতবাদের প্রবক্তা কে?**
ক. মিখাইল গর্ভাচেভ খ. হিটলার গ. উড্রো উইলসন ঘ. বিল ক্লিনটন উ: ক

৩৫. **CIS এর পূর্ণরুপ কী ?**
ক. Commonwealth of Independent States খ. Commonwealth of Independent Societies
গ. Commonwealth of Inteligence Servies ঘ. Central Intelligence Service উ:ক

৩৬. **কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস গঠিত হয়?**
ক. সাবেক ব্রিটিশ কলোনীসমূহ নিয়ে খ. ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো নিয়ে
গ. এশিয়া ও আফ্রিকার জাতি রাষ্ট্র এর সমন্বয়ে ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে স্বাধীনপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে উ: ঘ

৩৭. **কোন দেশটি কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেস (CIS) এর সদস্য রাষ্ট্র?**
ক. পোল্যান্ড খ. চীন গ. বেলারুশ ঘ. জার্মানি উ: গ

৩৮. **মার্শাল টিটো কোন দেশের নাগরিক?**
ক. বুলগেরিয়া খ. তুরস্ক গ. আলজেরিয়া ঘ. যুগোস্লাভিয়া উ: ঘ

৩৯. **'তাসখন্দ চুক্তি' কোন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?**
ক. পাকিস্তান ও আফগানিস্তান খ. ভারত ও আফগানিস্তান গ. প্যাকিস্তান ও ভারত ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তান উ: গ

৪০. **ভারতীয় জনতা পার্টির মতে, অধিকৃত কাশ্মীরীদের সংগ্রামের একমাত্র সমাধান হচ্ছে-**
ক. জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গনভোট অনুষ্ঠান খ. সিমলা চুক্তি অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করা
গ. সংবিধান থেকে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করা ঘ. পাকিস্তানের সাথে যোগ দিতে না দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা উ: গ

৪১. **পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে মোট কতটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়?**
ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি উ: গ

৪২. **ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?**
ক. ১৯৬৪ সালে খ. ১৯৬৫ সালে গ. ১৯৬৯ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে উ: খ

৪৩. **ভারতীয় সংবিধানের কততম ধারা অনুসারে ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ মর্যাদা ভোগ করত?**
ক. ৪৭০ খ. ৩৭০ গ. ৩৩৫ ঘ. ১৭০ উ: খ

৪৪. **আমেরিকার কোন প্রেসিডেন্টের সময় ভিয়েতনামের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়?**
ক. লিন্ডন বি জনসন খ. রিচার্ড নিক্সন গ. জিমি কার্টার ঘ. জন এফ কেনেডি উ: খ

৪৫. **'ডমিনো তত্ত্বটি কোন অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য ছিল?**
ক. নিকট প্রাচ্য খ. পূর্ব ইউরোপ গ. পূর্ব আফ্রিকা ঘ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উ: ঘ

৪৬. উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম কত সালে একত্রিত হয়?
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৪ সালে গ. ১৯৭৬ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে উ: গ

৪৭. জাতিসংঘের কোন মহাসচিব ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসানে মধ্যস্থতা করেন?
ক. কুর্ট ওয়ালর্ডহেইম খ. থান্ট গ. ট্রাইগ্রভে লাই ঘ. দ্যাগ হ্যামারশ্লড উ: খ

৪৮. হো চি মিন নগরের পূববর্তী নাম কী ছিল?
ক. হ্যানয় খ. ভিয়েতমিন গ. ভিয়েততিয়েন ঘ. সায়গন উ: ঘ

৪৯. ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক. ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি খ. সল্ট-২ গ. প্যারিস শান্তি চুক্তি ঘ. ডেটন চুক্তি উ: গ

৫০. **Duration of Vietnam War is form-**
ক. 1966 to 1977 খ. 1956 to 1967 গ. 1955 to 1973 ঘ. 1987 to 1989 উ: গ

৫১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়েছিল জার্মানির-
ক. হাইডেলবার্গে খ. ন্যুরেমবার্গে গ. বার্লিনে ঘ. বনে উ: খ

৫২. 'হলোকাস্ট' (Holocaust) বলে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে?
ক. গুয়াতনামোয় বন্দিদের উপর নির্যাতন খ. হুতো-তুতসিদের লড়াই
গ. কৃষ্ণাঙ্গ-শেতাঙ্গ সংঘাত ঘ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইহুদি নিধন উ: ঘ

৫৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যানা ফ্রাঙ্ক কোথায় লুকিয়ে থেকে তার বিখ্যাত ডায়েরি লিখেন?
ক. জার্মানি খ. ইংল্যান্ড গ. হল্যান্ড ঘ. পোল্যান্ড উ: গ

৫৪. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরন সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশন যে সনে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ খ. ১২ আগস্ট ১৯৪৯ গ. ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ ঘ. ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ উ: খ

৫৫. যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ আইন প্রণয়ন বিয়য়ে ১৯৪৯ সনের জেনেভো কনভেনসনসমূহ অভিহিত-
ক. 'দুটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে খ. 'তিনটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে
গ. 'চারটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে ঘ. 'পাঁচটি রেডক্রস কনভেনশন' নামে উ: গ

৫৬. একজন রাজনীতিবিদ কিন্তু সাহিত্য নোবেল পুরুস্কার পেয়েছেন-
ক. চার্চিল খ. রুজভেল্ট গ. কিসিঞ্জার ঘ. দ্য গল উ: ক

৫৭. খোমাররুজ কোন দেশের রাজনৈতিক দল?
ক. জাপান খ. কম্বোডিয়া গ. রাশিয়া ঘ. চীন উ: খ

৫৮. কম্পুচিয়ার খেমাররুজ নেতা পলপটের নেতা পলপটের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন?
ক. নগুয়েন থিও খ. হোচামিল গ. খোচামিল সাম্পান ঘ. অং সান সুচি উ: গ

৫৯. হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম কী ছিল?
ক. গেস্টাপো খ. সি আই এ গ. কে জি বি ঘ. গেস্টাপো উ: ক

৬০. ১৯৯৩ সালের ভেলভেট ডিভোর্সের মাধ্যমে কোন দুটি দেশ বিভক্ত হয়?
ক. চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া খ. ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া
গ. সুদান ও লিবিয়া ঘ. আরাক ও ইরান উ: ক

৬১. ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিউনিশিয়ায় কোন বিপ্লবের পরে 'আরব বসন্তের' গণতান্ত্রিক বিপ্লব) সূচনা হয়?
ক. ইয়োলো বিপ্লব খ. গ্রিন বিপ্লব গ. জুঁই বিপ্লব ঘ. নীল বিপ্লব ' উ: গ

৬২. **Velvet Revolution কি?**
ক. Velvet সামগ্রীর উৎপাদন খ. সাবেক চেকোস্লোভিয়ার সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন
গ. গর্বাচেভের কর্মসূচি ঘ. এর কোনো অস্তিত্ব নেই

৬৩. টিউলিপ বিপ্লব কোথায় ঘটেছিল?
ক. কাজাখস্থানে খ. নেদারল্যান্ডসে গ. জর্ডানে ঘ. কিরগিজিস্তানে উ: ঘ

৬৪. "গোলাপ বিপ্লব" কোথায় সংঘঠিত হয়েছিল?
ক. জর্জিয়ায় খ. জর্ডানে গ. আফগানিস্তানে ঘ. নেদারল্যান্ডসে উ: ক

৬৫. ২০১১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কোন বিপ্লবের মাধ্যমে মিশরে হোসনি মোবারক সরকারের পতন ঘটে?
ক. গ্রিন বিপ্লব খ. নীল বিপ্লব গ. জুঁই বিপ্লব ঘ. রোজ বিপ্লব উ: খ

৬৬. ইন্তিফাদা কী?
ক. ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধের ফিলিস্তিনি গণজাগরন খ. স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বলিভিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
গ. পরাসি কৃষক বিদ্রোহ ঘ. যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ উ: ক

৬৭. ফ্রিডম টাওয়ার কোথায় অবস্থিত?
ক. দুবাই খ. কুয়ালালালামপুর গ. শিকাগো ঘ. নিউইয়র্ক উ: ঘ